দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের জাতীয় প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। “দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা দায়সারা ভাবে উদ্বোধন করা হয়। মেলার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা ও খামারিদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হলেও, উপজেলার বড় বড় খামারিদের কেউই মেলা সম্পর্কে অবগত নন।

উদ্বোধনী র্যালীতে অংশ নেন আয়োজক কমিটিসহ সরকারি কয়েকজন কর্মকর্তা। সেখানে খামারী ও উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আয়োজনে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খামারী, উদ্যোক্তা ও সচেতন মহল। এছাড়াও মেলার স্টলগুলো ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। গুটি কয়েকটি স্টলে রুগ্ন পশু-পাখি প্রদর্শন করা হয়, যা নিয়েও অতিথিদের মুখে নানা সমালোচনা শোনা গেছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল দামুড়হুদার বাস্তবায়নে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রাণিসম্পদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উপপরিচালক ডা. আ. হা. ম. শামীমুজ্জামান। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পুষ্টি ও দরিদ্র বিমোচনে এবং গ্রামীণ জীবিকায় এ খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুনুর রশিদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প.

কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি কর্মকর্তা লুৎফর নাহার, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহালদার, আইসিটি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেকেই বলেন, সত্যিকার অর্থে প্রাণিসম্পদ খাতকে উন্নত করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের খামারিদের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের অভিযোগ বছরে এক-দুই দিন মেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না; প্রকৃত ও সক্রিয় খামারিদের মূল্যায়ন করা হয় না।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের এক ভেড়া খামারী জানান, ৮/১০ বছর ধরে তিনি ভেড়া পালন করছেন এবং তার খামারে প্রায় ৫০টি ভেড়া রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি সরকারি প্রাণিসম্পদের কোনো সেবা পাননি। পিপিআরসহ নানা রোগের টিকার জন্য নিজ খরচে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “সরকারি কোনো সেবা পেলাম না, মেলা হলেও জানতে পারি না।”

হাউলী ইউনিয়নের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী এক নারী খামারী বলেন, তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে ছাগল পালন করছেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ২৮টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে। কিন্তু কেউ কখনো খোঁজ নেয়নি। তিনি বলেন, “প্রাণিসম্পদ কী—তারা কী করে, আমি জানি না। ছাগলের পিপিআর টিকাও আমাকে নিজের টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।”

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বিন ফয়সাল বলেন, সরকার প্রতিটি খাতকে উন্নত করতে প্রচারণা ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ মেলা সম্পর্কে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদেরও জানানো হয়নি। তিনি বলেন, “সরকারের উদ্দেশ্য প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জাতের পশুপাখি লালন-পালনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু দামুড়হুদায় তার ঠিক উল্টোটা দেখা গেছে।”

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র বলেন, “আমাকে শুধু অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু আমার জানা নেই।”

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

“দেশীয় জাত,আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” এই শ্লোগানে মুজিবনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মানিকনগর বাসস্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্রাণির প্রদর্শনীর কর্ণার পরিদর্শন করেন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারিছুল আবিদ এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার মাহামুদুল হাসান, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুর রকিব, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, মুজিবনগর উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার জেসমিন সুলতানা, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর থানার এস আই কামরুল জিয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রানীসম্পদ অফিসের ভেটেনারি সার্জন সৈয়দ সাকিবুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশীয় জাতের প্রাণির প্রদর্শনীর কর্নার নিয়ে মোট ৩০ টি স্টল অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভার আগে একটি বর্নাঢ্য র্যালীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় প্রানী সপ্তাহের শুভ সূচনা করা হয়।

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এই উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশীষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. দীনু বন্ধু সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহামুদুল হাসান, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যাপক ড. মাহবুব আলম, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা জামায়াত সেক্রেটারি মামুন রেজা, এবি পার্টির রাকিব হাসান প্রমুখ।

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি”এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রধান অতিথি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির আদিম স্লোগান ছিল ‘গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ’। তাই মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামের খামারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদি পশু পালনে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। চলমান অর্থনীতিতে আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি। উর্বর কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশুপালনও এগিয়ে চলছে।

দামুড়হুদায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি শাখার “এটিএম বুথ” এর উদ্বোধন

দামুড়হুদায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি শাখার “এটিএম বুথ” এর উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার সময় সোনালী ব্যাংকের নীচে এটিএম বুথের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর অন্চলে এই প্রথম দামুড়হুদা শাখার এটিএম বুথে সিআরএম মেশিনের মাধ্যমে টাকা জমা এবং উত্তলোন করা যাবে। যাতে ব্যাংকীং সেবার মান আরও উন্নত হয় এবং সাধারণ গ্রাহকের কথা চিন্তা করেই নতুন এটিএম বুথে এমন সংস্কার করা হয়। এর আগে এসব অঞ্চলে শুধু মাত্র এটিএম বুথে টাকা উত্তোলন করা যেতো, কিন্তু এখন থেকে টাকা উত্তোলনের সাথে টাকা জমাও করা যাবে।

দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংক পিএলসি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুল লতিফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইনচার্জ) হারুনূর রশিদ, সিনিয়র অফিসার মন্জুরুল হাসান।

এসময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা রহমান, দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংক শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার আরিফ বিল্লা, সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) সোহেল রানা, অফিসার অমিত কুমার, সাইফুল ইসলাম, অফিসার (ক্যাশ) এসএম মহাসিন কবির, রিগান হোসেন সহ ব্যাংকের সকল স্টাফ, আমন্ত্রীত অতিথি ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী ও বারাদি বাজারে আরডিআরএস এর নতুন শাখার উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী ও বারাদি বাজারে আরডিআরএস এর দুইটি নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে ও দুপুরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ২৯৯তম ও ৩০০তম শাখার যাত্রা শুরু করে।

নতুন শাখা উদ্বোধনের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে উন্নয়নমূলক সেবা আরও সহজলভ্য হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খোরশেদ আলম সরকারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, সোনালী ব্যাংক গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক বজলুর রহমান এবং আরডিআরএস-এর এরিয়া ম্যানেজার ফিরোজ আল মামুন। এছাড়া বক্তব্য দেন গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক সাইফুল ইসলাম ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মকর্তা তানিয়া খাতুন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা, স্থানীয় পেশাজীবী ও কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।

আরডিআরএস বাংলাদেশ দেশের প্রথম প্রজন্মের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। এটি ৫৩ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের উত্তরাঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৬ জন গ্রহীতার মাঝে ৫০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি রেজাউল করিম তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা গাংনীতে একটি নতুন শাখা উদ্বোধন করেছি। আপনাদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়াই আমাদের

লক্ষ্য। ক্ষুদ্রঋণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকলেও আরডিআরএস সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সুবিধাজনক। আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সব লেনদেন পরিচালনা করি, তাই আপনাদের বিশ্বাস ও মর্যাদার সাথে লেনদেন করতে পারবে।

ঋণ গ্রহণকারীরা জানান, তাঁরা এ টাকা বিভিন্ন কর্মসংস্থান, গরু- ছাগল পালন ও ভ্যান ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করবেন।

মেহেরপুরে পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখা কার্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌর বিএনপির দক্ষিণ শাখার নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের ভূমি অফিসপাড়ায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারি ফারুক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি লিজন, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নতুন কার্যালয়টি পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড আরও বেগবান করবে। আসন্ন রাজনৈতিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

উদ্বোধন শেষে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

গাংনীতে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার ধানশিঁড়ি রিসোর্টের সুইমিং পুলে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম। সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও লুৎফন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান এবং চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান।

সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, পর্যাপ্ত জলাশয় ও পুকুর না থাকায় আমরা সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করায় আমরা খুবই উপকৃত হবো এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো।

জেলা প্রশাসক ড. আবদুল সালাম বলেন, প্রতিবছর মেহেরপুর জেলায় পানিতে ডুবে অনেক শিশু মারা যায়, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

জেলায় পর্যাপ্ত জলাশয় না থাকায় শিশুরা সাঁতার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বারবার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এতে

সচেতন মহল ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। এ কারণেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার প্রতিটি গ্রামে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা শহর ও গাংনীতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার কমাতে মেহেরপুরে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একজন-দু’জন বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে। নদীতে ডুবে বা পুকুরে ডুবে মারা যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, তাদের সাঁতারটা জানা নেই। তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অন্তত তারা যদি সাঁতারটা জানে, তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো এড়ানো সম্ভব হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাঁতার প্রশিক্ষণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

বুধবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদে নবনির্মিত সুইমিং পুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরও বলেন, আজ মেহেরপুর সদরে সাঁতার কাটার এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হলো। অন্য উপজেলাতেওনির্দেশনা দেওয়া আছে, আজ থেকে সব উপজেলায় সাঁতার প্রশিক্ষণ চালু হবে। ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস টেন পর্যন্ত আপাতত পর্যায়ে প্রত্যেককে প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে আমাদের ছেলে-মেয়ে যারা সাঁতার জানে না, তাদের এই পুকুরে বা নদীতে যেতে না দিই। সকলে একটু সচেতন থাকি, সতর্ক থাকি।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুরে প্রায়ই দেখা যায়, সাঁতার না জানার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। যোগদানের পর থেকেই এই ধরনের দুর্ঘটনায় অনেক বাচ্চা মারা যাওয়ার খবর শোনা গেছে। আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জানিয়েছি, যেসব শিক্ষার্থী সাঁতার জানে না তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে, যাতে কোনো বাচ্চা প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কারণে অথবা সাঁতার না জানার কারণে মারা না যায় কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়।

এছাড়াও এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার রকিবুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে একতারপুর ইকো পার্ক ও নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে নির্মিত একতারপুর ইকো পার্ক ও পার্কের মনোরম ‘নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্ট’ এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা যৌথভাবে উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস, উপজেলা প্রকৌশলী মো. আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ

কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মো. নূর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, আমরা এখানে একটি ছোট কিন্তু সম্ভাবনাময় ইকো পার্ক তৈরি করেছি। ইতোমধ্যে কিছু ফ্যাসিলিটি ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে আরও উন্নত করা হবে। ‘নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্ট’ এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। এটি জীবননগরের মানুষের জন্য এক নতুন বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

তিনি আরও জানান, এই ইকো পার্ক ও ভিউ পয়েন্ট ভবিষ্যতে চুয়াডাঙ্গা জেলার পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মুজিবনগরে রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি

মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলার কৃষকবৃন্দ।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়
৯০০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার, ১৬০ জন কৃষকের মাঝে তাহেরপুরি পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১,৭০০ জন কৃষকের মাঝে ২০ কেজি গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মোট ৩,০৬০ জন কৃষক এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানা গেছে।